সর্বোচ্চ ২৮.৬°
সর্বনিম্ন ১৭.৭°
কোচবিহার
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৩ শতাংশ

বুধবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৪ মার্চ ২০১৮ তেরো

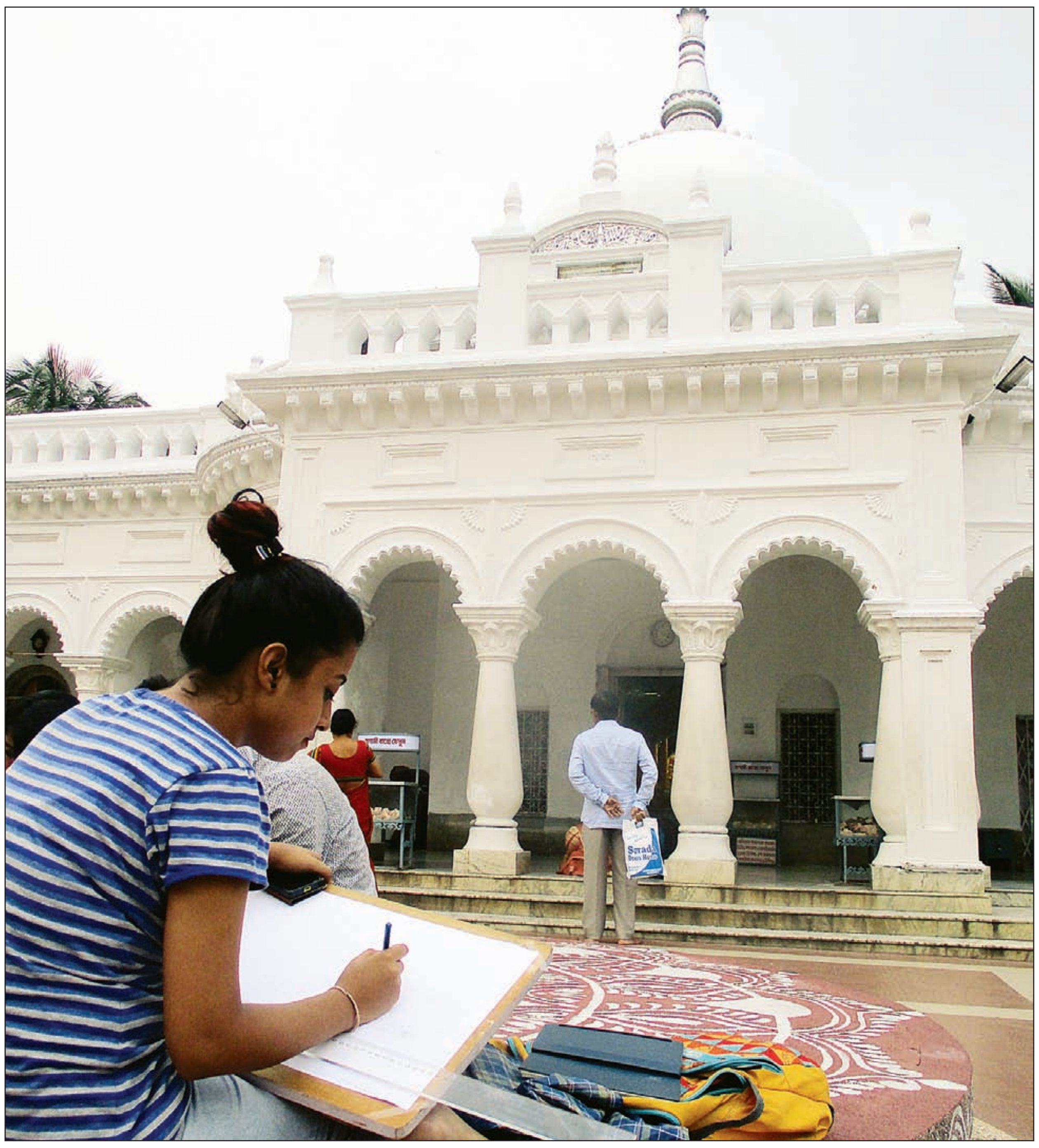

বিষয় যখন মদনমোহন মন্দির – মঙ্গলবার কোচবিহারে এক শিল্পীর আঁকিবুকির ছবিটি তুলেছেন প্রাণপ্রতিম পাল।

আইনজীবীদের সাধারণ সভা তুফানগঞ্জে

তুফানগঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ তৃণমূল কংগ্রেস ল'ইয়ারস সেলের তুফানগঞ্জ ইউনিটের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। মঙ্গলবার বিকালে তুফানগঞ্জ শহরের আবাহনে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ১১ জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। নব মনোনীত কমিটির সভাপতি হিসাবে মনোনীত হয়েছেন জিতেন্দ্রচন্দ্র সাহা। সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক ও কোশাধ্যক্ষ হিসাবে মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে আমজাদ হোসেন, রফিকুল ইসলাম ও মনোয়ার হাবিব। তৃণমূল কংগ্রেসের ল'ইয়ারস সেলের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য বৈশ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, জেলা সভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ, তৃণমূলের তুফানগঞ্জ টাউন ব্লক সভাপতি চানমোহন সাহা, তুফানগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান অনন্তকুমার বর্মা প্রমুখ।

অনশনের হুমকি

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এবার জেলাশাসকের দপ্তরে অনশন আন্দোলনে বসার হুমকি দিলেন শারীরিক প্রতিবন্ধীরা। আগামী ১৯ মার্চ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কোচবিহারের জেলাশাসকের দপ্তরে অনশনে বসার হুমকি দিয়েছেন বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পদে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা মেটানো ও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন থেকে দাবি জানানো হলেও কোনো সমাধান না মেলায় এবার অনশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি সুনীল ঈশোর জানালেন, 'প্রতিবন্ধীদের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই সরব হয়েছি আমরা। কিন্তু কাজ হয়নি। তাই এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

সহবাসের অভিযোগ

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাবালিকার সঙ্গে সহবাস করার অভিযোগ উঠল কোচবিহারে। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহর লাগোয়া টাকাগাছ–রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দাসপাড়া এলাকায়। গত ৯ মার্চ কোচবিহার মহিলা থানায় এ বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবকের নাম হাফিজুল মিয়া। তার বাড়ি পুন্ডিবাড়ি থানার কামিনীরঘাট এলাকায়। সে ফেরার হয়ে রয়েছে। পুলিশ তাকে খুঁজছে। মাসতিনেক আগে যুবকটি ওই মেয়েটিকে দাসপাড়া এলাকায় নিয়ে গিয়ে সহবাস করে। সেইসঙ্গে মেয়েটিকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ভয়ে মেয়েটি তখন কাউকে কিছু বলেনি। এরপর মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে যুবকটি তাকে গর্ভপাত করানোর ওষুধ খাওয়ায়। এদিকে শরীর ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করলে মেয়েটি তার মাকে সবকিছু বলে। ৯ মার্চ মেয়েটির পরিবার কোচবিহারে মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে।

তুফানগঞ্জে তৈরি হবে পানীয় জলের তৃতীয় রিজার্ভার

তুফানগঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ তুফানগঞ্জ শহরের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে শহরের থানা মোড় লাগোয়া খোঁয়াড় এলাকায় তৃতীয় জলের রিজার্ভার তৈরি হতে চলেছে। সোমবার তুফানগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান অনন্তকুমার বর্মা বলেন, 'শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে খোঁয়াড় এলাকায় ২৫০ ঘনমিটার ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট তৃতীয় রিজার্ভার তৈরি করা হবে। পুর বিষয়ক দপ্তরের টাকায় রিজার্ভারটি তৈরি হলে শহরের ৫, ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহের পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে বলে পুরপ্রধান জানান।

প্রসঙ্গত, তুফানগঞ্জ শহরে বর্তমানে ৭ নম্বর ওয়ার্ডে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের দেড় লক্ষ গ্যালন ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট পানীয় জলের রিজার্ভার রয়েছে। এছাড়া প্রায় একমাস আগে শহরের ১,২,৩,১০,১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে ৪৫০ গ্যালন ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট রিজার্ভারের কাজের শুভারম্ভ করেছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এবার শহরে পানীয় জলের আরও একটি রিজার্ভার তৈরি হতে চলেছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তুফানগঞ্জের সহকারী বাস্তুকার মদন দত্ত বলেন, 'রিজার্ভারটি তৈরির জন্য পুরো টাকা এখনও হাতে পাওয়া যায়নি। আমরা দরকারি কাগজপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেলে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।' পুরপ্রধান অনন্তকুমার বর্মা জানান, ইতিমধ্যে রিজার্ভার তৈরির জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে ৪৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। রিজার্ভারের কাজ শুরু হলে বাকি টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। শহরে পানীয় জলের তৃতীয় রিজার্ভার তৈরির খবরে খুশি বাসিন্দারা।

—সংবাদ নিউজ সার্ভিস

সাগরদিঘির পাড়ে ভাসমান টিকিট কাউন্টার সরানো হচ্ছে

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ সাগরদিঘির পূর্ব পাড়ে বেসরকারি সংস্থার তৈরি বোটিংয়ের ভাসমান টিকিট কাউন্টারটি বিভিন্ন মহলের তরফে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছিল। এবার মৎস্য দপ্তরের কড়া নোটিশ পেয়ে টিকিট কাউন্টার এবং ডিসপ্লে বোর্ড খুলে ফেলার কাজ শুরু করল ওই সংস্থা। জেলা মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক অলকনাথ প্রহরাজ বলেন, ওই সংস্থাকে কড়া নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে কাউন্টারটি সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। সাগরদিঘির সৌন্দর্যায়নের জন্য জেলা প্রশাসন কয়েক বছর আগে একটি বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিল। সংস্থাটি দিঘির জলে মৎস্য শিকার, বোটিং, দিঘির পাড়ে ফুলের বাগান লাগানো সহ নানা পরিকল্পনা নিয়েছিল। তবে এর মধ্যে বেশিরভাগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। অপরিকল্পিত সৌন্দর্যায়ন নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়। দিঘির পূর্ব পাড়ে ভাসমান রেস্তোরাঁ চালু করার পাশাপাশি বোটিংয়ের জন্য কাউন্টার তৈরি করা হয়। কিন্তু তার ফলে দৃশ্যদূষণের অভিযোগ ওঠে। চাপে পড়ে ভাসমান রেস্তোরাঁ বন্ধ করলেও ভাসমান টিকিট কাউন্টারটি রয়েই যায়। টিকিট কাউন্টার সরিয়ে দেওয়ার দাবিতে বিভিন্ন মহল সরব হয়। এ ব্যাপারে একাধিকবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবরও প্রকাশিত হয়।

সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে টিকিট কাউন্টারের অবশিষ্ট অংশ।

সাগরদিঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে লোহার ফ্রেমে ডিসপ্লে বোর্ড বসানো হয়েছিল। কিছুদিন অনিয়মিতভাবে কিছু বিজ্ঞাপনী প্রচার ও খবর দেখানোর পর বন্ধ হয়ে যায় ওই ডিসপ্লে বোর্ড। সাগরদিঘির পাড় থেকে ডিসপ্লে বোর্ড ও টিকিট কাউন্টার সরিয়ে দেওয়ার মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগকে বিভিন্ন সংগঠন সাধুবাদ জানিয়েছে। কোচবিহার নাগরিক অধিকার সুরক্ষা মঞ্চের সভাপতি তথা আইনজীবী রাজু রায় বলেন, সাগরদিঘি নিয়ে এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্রে ক্ষতি হয়েছে। ওই টিকিট কাউন্টার ও ডিসপ্লে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় আমরা খুশি। তবে রাজ আমলের এই দিঘিটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হলে এখানে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়বে। শহরের বাসিন্দা তরুণ দাস, রমজান আলিরা বলেন, মৎস্য দপ্তরের এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে আরও আগেই বেসরকারি সংস্থাটিকে নোটিশ দেওয়ার দরকার ছিল।

হাসপাতালে মাধ্যমিক দিল কোচবিহারের তিন ছাত্রী

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ অসুস্থতা সত্ত্বেও পরীক্ষা দেওয়া থেকে পিছিয়ে আসেনি কোচবিহারের তিন কিশোরী– সুতপা দাস, রুম্পা পারভিন ও পূজা সরকার। হাসপাতালেই পরীক্ষা দিল কোচবিহারের ওই তিন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। কোচবিহারের ছাট গুড়িয়াহাটি সেবা ভবন হাইস্কুলের ছাত্রী সুতপা দাস। উচ্চবালিকা হাইস্কুলের ছাত্রী রুম্পা পারভিন। পূজা সরকার পড়াশোনা করে হলদিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলে। সুতপা দাস ও রুম্পা পারভিন পরীক্ষা দিয়েছে কোচবিহারের জেলা এমজেএন হাসপাতালে। পূজা সরকার পরীক্ষা দিয়েছে হলদিবাড়ি হাসপাতালে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। পর্ষদের কোচবিহার জেলা কনভেনার মিঠুন বৈশ্য বলেন, ওই তিনজন পরীক্ষার্থী হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারা সকলেই হাসপাতালেও ভরতি হয়। তা সত্ত্বেও তারা সকলেই পরীক্ষা দিতে চেয়ে আবেদন করে। এরপর পর্ষদের নিয়ম মেনে তাদের হাসপাতালে পরীক্ষা দিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার নিয়ম মেনে নির্বিঘ্নেই তারা সকলে পরীক্ষা দিয়েছে।

রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ছাট গুড়িয়াহাটি সেবা ভবন হাইস্কুলের ছাত্রী সুতপা দাসের পরীক্ষার সিট পড়েছিল কোচবিহার শহরের নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলে। সোমবার প্রথম পরীক্ষা সে স্কুলেই দিয়েছিল। এরপর সেদিন রাত থেকেই তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। পরে তাকে কোচবিহার জেলা এমজেএন হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় সরকার জানান, হাসপাতালে ভরতি হওয়ার পরে একটু সুস্থ বোধ করলে সে পরীক্ষা দিতে চায়। তার বাড়ির লোকজন বিষয়টি আমাদের জানায়। এরপর পর্ষদের নিয়ম মেনে আমরা তার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

শহরের উচ্চবালিকা হাইস্কুলের ছাত্রী রুম্পা পারভিনের বাড়ি টাকাগাছ–রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কারিশাল এলাকায়। তার পরীক্ষার সিট পড়েছিল কোচবিহারের মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলে। সোমবার রাতে তার পেটের রোগ হয়। এরপর বাড়ির লোকজন তাকে এমজেএন হাসপাতালে ভরতি করে দেন। কিছুটা সুস্থ বোধ করার পর সে পরীক্ষা দিতে চাইলে পর্ষদ তার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। পরীক্ষার পরে রুম্পা জানায়, পরীক্ষা দিতে না পারলে তার বছরটা নষ্ট হয়ে যেত। তাই সে পরীক্ষা দিতে চেয়েছিল।

পর্ষদ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, হলদিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী পূজা সরকারের এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছিল হলদিবাড়ি বয়েজ হাইস্কুলে। মঙ্গলবার পরীক্ষা দিতে এসে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর তাকে হলদিবাড়ি হাসপাতালে ভরতি করা হয়। পরে সেখানেই সে পরীক্ষা দেয়।

অন্যদিকে, মাধ্যমিকের দ্বিতীয় দিনে হলঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকায় বিক্ষোভ দেখানোর মতো ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের একটি স্কুলে। এদিন শহরের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে মঙ্গলবার পরীক্ষা দিতে আসে পরীক্ষার্থীরা। কিন্তু হলঘরে পর্যাপ্ত আলো নেই বলে অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক–অভিভাবিকারা। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের হস্তক্ষেপে স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। পরে পরীক্ষার্থীরাও ঠিকভাবে পরীক্ষা দিয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের দাবি।

ডাঙ্গরাই মন্দিরে ঠাঁই নড়বে মদনমোহনের

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ কোচবিহারের মদনমোহনের ঘর স্থানান্তর হতে চলেছে। তবে বৈরাগীদিঘির ধারে মূল মন্দিরের মদনমোহনের নয়, শহরের গুঞ্জবাড়ির ডাঙ্গরাই মন্দিরের মদনমোহনের ঘর স্থানান্তরিত হতে চলেছে। দেবত্র ট্রাস্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই ডাঙ্গরাই মন্দিরের সংস্কারকাজ শুরু হবে। এজন্য রাজ্য সরকারের তরফে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সংস্কারের জন্যই মন্দিরের মদনমোহন সহ অন্যান্য বিগ্রহ সাময়িকভাবে মন্দিরের অন্য কোনো ঘরে স্থানান্তরিত করা হবে। সূত্রের খবর, মদনমোহন সহ মন্দিরের সমস্ত বিগ্রহ কিছুদিনের জন্য ডাঙ্গরাই মন্দির লাগোয়া মদনমোহনের মাসির বাড়িতে রেখেও সংস্কারকাজ হতে পারে।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা কোচবিহারের জেলাশাসক কৌশিক সাহা জানান, ডাঙ্গরাই মন্দির সংস্কারের জন্য ১৪ লক্ষাধিক টাকা পাওয়া গিয়েছে। সংস্কারের পুরো দায়িত্ব তিনি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য তথা কোচবিহারের সদর মহকুমাশাসক অরুন্ধতী দেকে দিয়েছেন। মহকুমাশাসক অরুন্ধতী দে জানান, মন্দির সংস্কারের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। তবে সেজন্য মদনমোহন সহ অন্যান্য বিগ্রহকে মাসির বাড়িতে রাখা হবে কিনা, এবিষয়ে তাঁরা কোনো সিদ্ধান্ত নেননি।

ডাঙ্গরাই মন্দিরের বেহাল দশা। কোথাও কার্নিশে গজিয়েছে গাছ, কোথাও দেয়ালে ধরেছে ফাটল। ছবি ঃ জয়দেব দাস

মন্দিরের অন্য ঘরে বিগ্রহ রেখে ধাপে ধাপে সংস্কারকাজ করা হতে পারে।

১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি কোচবিহারের মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের আমলে গুঞ্জবাড়ি এলাকায় কেশব রোডের ধারে ডাঙ্গরাই মন্দিরটি তৈরি হয়। জানা গিয়েছে, মহারাজার বড়ো রানি কামেশ্বরী দেবীকে ডাঙ্গর আই ও ছোটো রানি বৃন্দেশ্বরী দেবীকে বড়ো আই বলা হত। বড়ো রানির নামানুসারে মন্দিরের নাম রাখা হয় ডাঙ্গরাই মন্দির। বেঁচে থাকাকালীন মন্দিরটির দেখভাল বড়ো রানি নিজেই করতেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে মন্দিরটি তার জৌলুস অনেকটাই হারিয়েছে। ১৯৬৯ সালে মন্দিরটি থেকে বলরাম, কৃষ্ণ, কুঞ্জবিহারী ও অষ্টধাতুর মদনমোহন চুরি হয়ে যায়। মন্দিরটির চারদিকে পাকা দেয়াল থাকলেও ওপরে টিনের চাল রয়েছে। সংস্কারের অভাবে দেয়ালগুলি ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে চারদিকে গাছের শিকড় ঝুলছে। মন্দিরের দেয়ালের বেশিরভাগ জায়গায় বট–অশ্বত্থ–পাকুড় গাছ গজিয়ে গিয়েছে। মন্দিরের ঘরের ভেতর ফলস সিলিংগুলিও একদম ভেঙে গিয়েছে। সম্প্রতি মন্দিরের সিলিংয়ের অনেকটা অংশ ভেঙে পড়ে। সরেজমিনে তা প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের বড়োবাবু জয়ন্ত চক্রবর্তীও অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। তাঁর মাথার কাছেই টিনের চাল থেকে একটি কাঠের বাটাম ভেঙে পড়ে। সবমিলিয়ে মন্দিরটির অবস্থা একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে। তাই শহরবাসীর তরফে দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরটি সংস্কারের দাবি তোলা হচ্ছিল। দেবত্র ট্রাস্টের পক্ষ থেকে মন্দিরটি সংস্কারের ব্যাপারে একাধিকবার রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। অবশেষে সরকার টাকা বরাদ্দ করায় মন্দিরটির সংস্কারকাজ শুরু হতে চলেছে।